বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীল বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম চেয়ারম্যান, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

২। জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

৩। এস এম মাহফুজুল হক যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড

আপীল মামলা নং ০৩/২০২২

যে বিষয়ে

জনাব খন্দকার জিল্লুর রহমান

আপীলকারী

বনাম

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।

রেসপনডেন্ট

এবং

যে বিষয়ে

জনাব খন্দকার জিল্লুর রহমান স্বয়ং

আপীলকারী পক্ষে

বনাম

জনাব মো. সাইদুল ইসলাম সেলিম, অ্যাডভোকেট, অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলী।

রেসপনডেন্ট পক্ষে

রায়ের তারিখ: ২৫/০৭/২০২২

রা য়

আপীলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ০৩/২০২২ আপীলে আপীলকারীর বক্তব্য হলো যে অত্র আপীলটি তিনি রেসপনডেন্ট কর্তৃক স্মারক নং ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.৫৩.১৪২.১৭.৫৫১ তারিখ: ১০ ই অগ্রহায়ন ১৪২৮, ২৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের অফিস আদেশের বিরুদ্ধে দাখিল করেন। যাতে তাকে জানানো হয় যে, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (নিবন্ধন শাখা) ঢাকা এর প্রেরিত ছাড়পত্র অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাংলা মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" পত্রিকার বর্ধিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুনরায় ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হলো। যা অত্র জারির তারিখ (২২/১২/২০২০) থেকে কার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৩/০৬/২০২১ তারিখে বর্ধিত ছাড়পত্রের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে বিধায় তার প্রস্তাবিত বাংলা মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" নামক পত্রিকা প্রকাশনার আবেদনটি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নামঞ্জুর করা হয়েছে।

সংক্ষেপে আপীলকারীর বক্তব্য এই যে তিনি ২০১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে একটি মাসিক পত্রিকার জন্য আবেদন করেন। সে অনুযায়ী তিনি ভিএফপির ছাড়পত্র পান এবং পরবর্তীতে গোয়েন্দা তদন্ত সংস্থা তার এলাকা, থানা ও জেলা সবরকম তদন্ত করে এসবি অফিসে আসেন। এমতাবস্থায় নাজমুল হাসান নাম ব্যবহার করে এক ভুয়া ব্যক্তি সঠিক ঠিকানা না দিয়ে সাদা কাগজে তার নামে ডিক্লারেশন ছাড়া পত্রিকা প্রকাশের অভিযোগ করে। যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অভিযোগকারীর প্রকৃত নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সঠিক যাচাই-বাছাই না করে সাদা কাগজে হাতে লেখা অভিযোগ আমলে নিয়ে সিটিএসবিতে তদন্তে পাঠান। সিটি এসবির একজন এসআই তার অফিস, ঠিকানা, উল্লেখিত প্রেসসহ তথ্যাদি সঠিক যাচাই না করে তিনি সৌজন্যকপি প্রকাশ করেন বলে মতামত দেন। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশে প্রচলিত ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা আইনের প্রতি সম্মান রেখে তিনি এর বিরুদ্ধে নিজেকে নির্দেশ দাবি করে পল্টন থানায় একটি জিডি করেন এবং এর তথ্য প্রমাণসহ জমা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে

CamScanner

বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পুনতদন্ত ও পুন ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ করেন। পুনতদন্তে গোয়েন্দা সংস্থা তার প্রতিকুলে কোনোরুপ বিরুপ তথ্য ও প্রকাশনার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই মর্মে পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনাপত্তি জ্ঞাপন করে তার অনুকুলে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। যা গত ২০/০৮/২০১৯ তারিখে এবং পুনছাড়পত্র ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা হয়। সকল কাগজপত্র প্রতিবেদন সঠিকভাবে পাওয়ার পর বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে উহা পাঠান কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যপারটি কোনো সমাধান না করে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কালক্ষেপণ করতে থাকেন। পরবর্তীতে নতুন জেলা ম্যাজিস্টেট এবং নতুন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসার পর তৃতীয়বার ছাড়পত্রের মেয়াদ বর্ধনের জন্য ডিএফপিতে পাঠানো হয়। ডিএফপি পুনরায় ০৬ (ছয়) মাস ২২/১২/২০২০ হতে ২৩/০৬/২০২১ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করেন যাহা ২৫/১২/২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা হয়। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্টেট এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সকল প্রকার গোয়েন্দা প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও এবং পরপর তিনবার ডিএফপি বর্ধিত সময় দেওয়াসহ সকল প্রতিবেদন তার অনুকুলে থাকার পরেও ডিএফপির বর্ধিত সময় অতিক্রান্তের কারণ দেখিয়ে "অর্থনীতির ৩০ দিন" পত্রিকাটির প্রকাশনার আবেদনটি নামঞ্জুর করেন। দি প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুযায়ী উল্লেখিত কারণ ব্যতিত জেলা ম্যাজিস্টেট নির্দিষ্ট ০৭ (সাত) দিনের বেশি আটকে রাখার নিয়ম না থাকলেও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্টেট সাহেব উল্লেখিত আইনের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে এ আদেশটি দেন যাতে আপীলকারী ন্যয়বিচার বঞ্চিত হয়েছে। অতএব আপীলটি গ্রহন করে "অর্থনীতির ৩০ দিন" পত্রিকাটির প্রকাশনার অনুমতি দানের জন্য তিনি আবেদন করেন।

রেসপনডেন্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই আপীলে আপত্তি দাখিল করেন। তাতে তিনি বলেন যে, আপীলকারী মিথ্যা, ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে আপীলটি দায়ের করেছেন। আপীলটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারেনা। আপীলটি প্রিন্সিপল অব স্টপেল এবং বার্ড বাই ল এর দোষে দুষ্ট। এই আপীলটি দায়েরের কোনো কারণ বা হেতু বর্তমানে নেই। আপীলকারী ১০/১২/২০১৭ তারিখে প্রস্তাবিত মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" পত্রিকা প্রকাশের জন্য আবেদন করেন। ২২/১২/২০২০ তারিখে মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" নামক প্রস্তাবিত পত্রিকার নামের ছাড়পত্র চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদান করা হয় এবং ২৩/০৬/২০২০ তারিখের মধ্যে (অতিরিক্ত ছয়মাসের বর্ধিত মেয়াদ) পত্রিকাটি প্রকাশিত না হলে পত্রিকাটির ছাড়পত্র বাতিল হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। ছাড়পত্র গ্রহণের ছয়মাসের মধ্যে পত্রিকাটি অনুমোদন না নেওয়ায় ২৩/০৬/২০২১ তারিখে পত্রিকার নামের ছাড়পত্র বাতিল হয়ে যায়। আপীলকারীকে সিটিএসবি ঢাকা কর্তৃক ১৪/০৯/২০১৮ তারিখের ১৮০২ নং স্মারকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, তদন্তকালে প্রস্তাবিত প্রকাশক (আপীলকারী) জানিয়েছেন, পত্রিকাটি ০৫/০১/২০১৯ (ডিএফপি কর্তৃক প্রদানকৃত প্রথম মেয়াদের ছাড়পত্র) তারিখের মধ্যে প্রকাশ করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিবন্ধন শাখায় জমা না দেওয়া হলে ছাড়পত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এই কারণে তিনি সৌজন্য সংখ্যা বের করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি পত্রিকার ঘোষনাপত্রের জন্য ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতি ছাড়াই পত্রিকা প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা আইন এর ৩২ ও ৩৩ ধারায় অপরাধ করেছেন বিধায় প্রস্তাবিত মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" পত্রিকার প্রকাশক খন্দকার জিল্লুর রহমান এর বিষয়ে আপত্তি জ্ঞাপন করা হলো মর্মে উল্লেখ করেন। আপীলকারী ছাড়পত্র গ্রহনের পর এক বছরের মধ্যে পত্রিকার অনুমোদন না নিয়ে সৌজন্যসংখা প্রকাশ করেন এবং রেসপনডেন্ট কর্তৃক ঘোষণাপত্র না নিয়ে প্রস্তাবিত পত্রিকার সৌজন্যসংখা প্রকাশ করায় ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারায় অপরাধ করেছেন। তিনি ২২/১২/২০২০ তারিখে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক নামের ছাড়পত্র প্রাপ্ত হয়ে ২৩/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে (ছয় মাসের বর্ধিত মেয়াদ) পত্রিকার ঘোষনাপত্র গ্রহণ করেননি এবং ছয় মাসের মধ্যে ঘোষণাপত্র গ্রহণকরতে ব্যার্থ হওয়ায় রেসপনডেন্ট পক্ষ আপীলকারীর প্রস্তাবিত পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র পাওয়ার আবেদনটি না মঞ্জুর করেন। যা সম্পূর্ণ আইনসম্মত। আপীলকারী অবৈধ লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অত্র আপীল দায়ের করেছেন । তাই আপীলটি সরাসরি খারিজযোগ্য।

CamScanner

এই মামলায় রোসপনডেন্ট পক্ষের জবাবের বিপরীতে আপীলকারী পক্ষ আপত্তি দাখিল করেন। সেখানে তিনি বলেন যে আপীলকারীর আপীলের কোন বক্তব্য ভিত্তিহীন বা কেনো আপীলটি চলতে পারেনা এ ব্যাপারে কোনো আইনগত ব্যাখ্যা রেসপনডেন্ট পক্ষ দেননি এমনকি আপীলটি Principle of estoppels এবং Barred by law কেনো হবে তার কোনো যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি। কেনো পত্রিকা আবেদন করলে তার সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও আয়কর সনদ দিতে হয় কিন্তু ইহা দেওয়ার পরেও রেসপনডেন্ট পক্ষ কোন হিসেবে আপীলটিকে অসম্পূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন তা তারা বলেন নাই। রেসপনডেন্ট পক্ষ নিজেই স্বীকার করেছেন যে ২২/১২/২০২০ হতে ২৩/০৬/২০২১ পর্যন্ত ৬ মাসের অতিরিক্ত বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত না হলে পত্রিকার ছাড়পত্র বাতিল হবে। তবে ২৫/১২/২০২০ তারিখে বর্ধিত ছাড়পত্র জমা হওয়ার পর কেনো ঘোষণাপত্র প্রদান করা হয় নাই এ সম্পর্কে রেসপনডেন্ট পক্ষ নিশ্চুপ। রেসপনডেন্ট নিজেই দায় এড়ানোর জন্য ০৩/০৯/২০১৯ থেকে ০৩/০৯/২০২০ পর্যন্ত এক বছর মেয়াদে ছাড়পত্র প্রদানের কথা এড়িয়ে যান। ডিএফপি হতে প্রথম বার এক বছর মেয়াদে ছাড়পত্র প্রদানের পর রেসপনডেন্ট কর্তৃক ঘোষণাপত্র না দেওয়ার কারণে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় নাই। কাজেই রেসপনডেন্ট এর আপত্তি কার্যকর নয়। আইনত ৬০ দিনের মধ্যে রেসপনডেন্ট আদেশ দিতে বাধ্য কিন্তু তা না করে রেসপনডেন্ট ফাইল আটকে রেখে আপীলকারীকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করেছেন। কাজেই আপীলটি গ্রহণ করে আপীলকারীর প্রার্থনা অনুযায়ী আদেশ করা হোক।

আপীলকারীপক্ষে খন্দকার জিল্লুর রহমান স্বয়ং এবং রেসপনডেন্ট পক্ষে মো. সাইদুল ইসলাম সেলিম, অ্যাডভোকেট, অতিরিক্ত সরকারি কৌশুলী কে শুনলাম। যে আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীলটি দায়ের করা হয়েছে তার দেখলাম। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নিবন্ধন শাখা ঢাকা এর প্রেরিত ছাড়পত্র অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাংলা মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" পত্রিকার বর্ধিত মেয়াদ পুনরায় ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। যা পত্র জারির তারিখ ২২/১২/২০২০ তারিখ হতে কার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই বর্ধিত ছাড়পত্রের সময় ২৩/০৬/২০২১ তারিখে অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজেই ২৫/১১/২০২১ তারিখে প্রকাশিত আদেশ সময়েরর ভিতরে দেওয়া হয়েছে একথা বলা যায় না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে এই পত্রিকাটি প্রকাশনা করা হয়নি। এটাই হলো রেসপনডেন্ট পক্ষের মুল বক্তব্য। কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ০৪/০১/২০১৮ তারিখে প্রস্তাবিত বাংলা মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" নামক পত্রিকার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন অনুযায়ী পত্রিকাটি ৫ই জানুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে যথাযথভাবে প্রকাশ করে অধিদপ্তরের নিবন্ধণ শাখায় জমা দেয়া না হলে ছাড়পত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে। পরবর্তীতে সময়ের ভিতরে পত্রিকা প্রকাশ না হওয়ায় পুনরায় সময় বাড়িয়ে ০৩/০৯/২০১৯ তারিখের আদেশে ০৩/০৯/২০২০ তারিখের মধ্যে পত্রিকাটি যথাযথভাবে প্রকাশ করে নিবন্ধন শাখায় জমা দিতে বলা হয়। পরবর্তীতে ২২/১২/২০২০ তারিখে এক আদেশে পুনরায় ছয় মাসের জন্য সময় বর্ধিত করা হয়। ইতোমধ্যে ১৯/০৬/২০১৯ তারিখের এক চিঠিতে এস আই (নিরস্ত্র) বরুরা থানা, কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার, বিশেষ শাখা কুমিল্লাকে জানান যে প্রার্থী খন্দকার জিল্লুর রহমান এর দেওয়া ঠিকানা সঠিক পাওয়া যায় তার জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৫৯। তিনি বরুরা থানার উল্লেখিত ঠিকানার স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি বাংলাদেশ মুসলিম লীগের দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার বিরুদ্ধে কোনো জঙ্গী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই। তৎপর ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে এক প্রতিবেদনে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট থানা এবং ডিএসবি রেকর্ডপত্রে তার বিরুদ্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই। তৎপর ০৫/০৫/২০১৯ তারিখে এস আই মো. মহিদুল ইসলাম কর্তৃক দেওয়া মাননীয় ডিআইজিকে দেওয়া এক রিপোর্টে দেখা যায় প্রার্থীর প্রদত্ত তথ্যাদি ও কাজগপত্র সঠিক ও সন্তোষজনক হওয়ায় তার প্রস্তাবিত বাংলা মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করলাম। তৎপর ১৯/০৮/২০১৯ তারিখে বিশেষ পুলিশ সুপার এর এক রিপোর্টে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ঢাকাকে জানানো হয় খন্দকার জিল্লুর রহমান বাংলাদেশ মুসলিম লীগের দপ্তর সম্পাদক সংশ্লিষ্ট থানা, নগর বিশেষ শাখা ঢাকা এবং অত্র অফিসের রেকর্ডে

CamScanner

তার বিরুদ্ধে বিরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই। সমস্ত কাগজপত্রসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে তার বিরুদ্ধে সরকারিভাবে তদন্ত করার পরও রাষ্ট্র ও নৈতিকতা বিরোধি কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার সাহেব কি কারনে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও সেই সময়ের ভিতরে তাকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিলেন না সে সম্পর্কে কোনো কাগজপত্র নাই এবং রেসপনডেন্ট পক্ষ কোনো কারন বলতে পারেননি যদিও দেখা যায় পুলিশ রিপোর্টে আপীলকারীর বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়া যায়নি। কাগজপত্রে দেখা যায় যে আপীলকারিকে কয়েকবার পত্রিকা প্রকাশের পর অবগতি করার জন্য সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু জেলা প্রশাসক কি কারনে অনুমতি দেননি এ সম্পর্কে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শেষ সময়ে এসে যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে আপীলকারী অনুমতি পাননি তাই তার দরখাস্তটি বাতিল করা হলো এমন আদেশ দেওয়া হয় যাতে কোনো কারন দেখানো হয় নাই এবং খতিয়ে দেখা হয়নি যে আপীলকারী কেন কি কারনে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে অনুমতি পাননি। মনে হচ্ছে ডেপুটি কমিশনার সাহেব নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে আদেশ করলেন না আর তার জন্য দায়ি হবে দরখাস্তকারী। ইহা কোনো ক্রমেই আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব সবকিছু বিবেচনায় আমাদের যুক্তিযুক্ত মতামত হল যে ডেপুটি কমিশনারের আদেশটি আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নয় এবং আপীলটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাই আপীলটি অনুমোদন করা হলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস আদেশ যা স্মারক নং ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.৫৩.১৪২.১৭.৫৫১ তাং ২৫ শে নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং যাতে জানানো হয় যে আপীলকারীর প্রস্তাবিত বাংলা মাসিক "অর্থনীতির ৩০ দিন" নামক পত্রিকার প্রকাশনার আবেদনটি বাতিল করা হয়েছে, তা বাতিল করা হলো।

অত্র রায়ের এক কপি আপীলকারীকে ও এক কপি রেসপন্ডেন্টকে দেয়া হোক। রায়ের কপি পাবার ১৫ দিনের মধ্যে আপীলকারীকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য রেসপন্ডেন্টকে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-
বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-
ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

CERTIFIED
TO BE
TRUE COPY
২৫/৮/2022
সচিব (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষরিত/-
এস এম মাহফুজুল হক
যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার
মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড